গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ অধিদপ্তর
বগুড়া জেলা কার্যালয়
নিশিন্দারা, বগুড়া
www.doe.gov.bd

অবস্থানগত ছাড়পত্র

ছাড়পত্র নং: ২২.০২.১০০০.২৫৬.০৭০.১০৩.২৫.২৪২

অবস্থানগত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে সংযুক্ত শর্তে নিম্নবর্ণিত প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের অনুকূলে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদান করা হলো:

প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের নাম	: মেসার্স আতিকুর ছ মিল
উদ্যোক্তার নাম	: মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
সনাক্তকরন নং	: 311824
প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের কার্যক্রম	: স মিল
প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের শ্রেণী	: Yellow
প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের ঠিকানা	: সাং-কুঠিবাড়ী, ধুনট, বগুড়া
প্রদানের তারিখ	: ৩০ নভেম্বর ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ
মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ	: ২৯ নভেম্বর ২০২৭ খ্রিষ্টাব্দ

এ ছাড়পত্র সনদের সাথে পৃথকভাবে সংযুক্ত প্রদত্ত শর্তাবলী যথাযথভাবে প্রতিপালন করতে হবে, অন্যথায় ছাড়পত্র বাতিল/ক্ষতিপূরণ আদায়সহ যে কোন আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বি.দ্র. এটি একটি সিস্টেম জেনারেটেড ছাড়পত্র এবং এতে কোনোরূপ স্বাক্ষরের প্রয়োজন নেই।

সনাক্তকরন নং: 311824

মেসার্স আতিকুর ছ মিল
atikur330339@gmail.com
Application ID: 730710

ছাড়পত্র নং:
২২.০২.১০০০.২৫৬.০৭০.১০৩.২৫.২৪২

হলুদ শ্রেণি:

অবস্থানগত ছাড়পত্র

(ক) বিশেষ শর্তসমূহ:

১. এই ছাড়পত্র নিম্নবর্ণিত তফসিলভুক্ত জমিতে স্থাপিত শিল্প কারখানা/ প্রকল্পের জন্য প্রযোজ্য:

প্রস্তাবিত/বিদ্যমান প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প	মোট জমির পরিমাণ	জমির পরিমাণ একক
মেসার্স আতিকুর ছ মিল	9.50	Decimal

২. এই ছাড়পত্র নিম্নবর্ণিত দ্রব্য/ পণ্য উৎপাদন বা কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য প্রযোজ্য:

ক্রমিক নম্বর	উৎপন্ন দ্রব্য/ পণ্য/ কার্যক্রমের নাম	উৎপন্ন দ্রব্য/ পণ্য/ কার্যক্রমের পরিমাণ (ঘণ্টা/ দৈনিক/ মাসিক/ বার্ষিক)	পরিমাণ
১.	কাঠ চিড়াই	দৈনিক	১২০ সিএফটি

৩. কারখানার গ্যাসীয় নিঃসরণের জন্য ফিউম হুড/ একজস্ট ফ্যান এবং চিমনি স্থাপন করতে হবে।
৪. কারখানার তরল বর্জ্য নির্গমনের জন্য অয়েল গ্রিজ ট্রেপসহ সোকপিট নির্মাণ করতে হবে।
৫. কারখানার পয়বর্জ্য নির্গমনের জন্য যথাযথ ক্ষমতার সোকপিটসহ সেপ্টিক ট্যাঙ্ক নির্মাণ করতে হবে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।

(খ) সাধারণ শর্তসমূহ:

১. করাত কলের কোন কর্মকান্ড ও প্রক্রিয়া দ্বারা কোনভাবে পরিবেশ (মাটি, পানি, বায়ু ও শব্দ) দূষণ করা যাবে না।
২. পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যাতীত কর্মকান্ড চালু করা যাবে না ।
৩. করাত কলে সৃষ্ট বর্জ্য পরিকল্পিত উপায়ে সংগ্রহ এবং তা স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সম্মতভাবে অপসারণ করতে হবে এবং শব্দ দূষণ রোধকল্পে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। করাত কলটিতে কাঠ চেড়াই ব্যতীত অন্য কোন প্রকার কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে না। করাত কলের শব্দ ও বায়বীয় বর্জ্যরে নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২৩ এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
৪. মূল পরিকল্পনার বাইরে করাত কলের উৎপাদন প্রক্রিয়ার কোন পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করতে হলে এ দপ্তরের পূর্বানুমতি গ্রহণ করতে হবে।
৫. পরিবেশ অধিদপ্তরের নির্দেশ মোতাবেক ভবিষ্যতে যে কোন সময় পরিবেশ দূষণ রোধে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণে প্রতিষ্ঠানটি বাধ্য থাকবে। আলোচ্য করাত কলটি করাত কল আইন-১৯২৭ এবং করাত কল বিধিমালা-১৯৯৮ অনুযায়ী পরিচালিত হতে হবে।
৬. করাত কলে কর্মরত শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সম্মত পরিবেশ এবং নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। করাত কলে সুপেয় পানির ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।
৭. অগ্নি-দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণকল্পে করাত কলে যথোপযুক্ত অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। করাত কলের বিরুদ্ধে ভবিষ্যতে পরিবেশ দূষণমূলক কোন অভিযোগ উত্থাপিত ও অত্র দপ্তর কর্তৃক তা প্রমাণিত হলে অত্র দপ্তরের নির্দেশিত নিয়ন্ত্রণ/সংশোধনমূলক ব্যবস্থাদি (স্থানান্তর/কার্যক্রম বন্ধসহ) গ্রহণ করতে প্রতিষ্ঠানটি বাধ্য থাকবে।
৮. করাত কলের কাঠ/গাছ দ্বারা জনসাধারণের চলাচলের পথ/রাস্তায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা যাবে না।
৯. করাত করে সৃষ্ট তুষ/কাঠের গুড়া নিজস্ব জায়গায় পরিবেশ সম্মতভাবে সংরক্ষণ করতে হবে। উক্ত তুষ/কাঠের গুড়া কারখানা থেকে অপসারনের সময় আচ্ছাদিত যানবাহন ব্যবহার করতে হবে। পরিবেশগত ছাড়পত্র ভূমির মালিকানার নিশ্চয়তা দেয় না। উক্ত ভূমি/জমির মালিকানা/ভোগদখল সংক্রান্ত কোন অভিযোগ উত্থাপিত হলে এ ছাড়পত্র বাতিল করা হবে।
১০. করাত কলে প্রয়োজনীয় অশ্বশক্তির বৈদ্যুতিক মোটর ব্যবহার করা যাবে; এজন্য প্রয়োজনী বৈদ্যুকিত লোড গ্রহণ করতে পারবে।
১১. এই ছাড়পত্র জারীর তারিখ হতে পরবর্তী ২ (দুই) বৎসরের জন্য বহাল থাকবে এবং মেয়াদ শেষ হওয়ার অন্তত ৩০(ত্রিশ) দিন পূর্বে উহা নবায়ন করতে হবে। এই ছাড়পত্র কোন অবস্থাতেই হস্তান্তর যোগ্য নয়।
১২. করাত কলের কাঠ/গাছ দ্বারা জনসাধারণের চলাচলের পথ/রাস্তায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা যাবে না।
১৩. আগামী ০১ (এক) মাসের মধ্যে বন অধিদপ্তরের লাইসেন্স, ফায়ার লাইসেন্স, হালনাগাদ আয়কর প্রত্যয়ণ পত্র দাখিল করতে হবে। করাত কলের চারপাশে সম্ভাব্য সকল স্থানে উপযুক্ত প্রজাতির ও সংখ্যক বৃক্ষ রোপণপূর্বক সবুজ বেষ্টনী গড়ে তুলতে হবে।
১৪. পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিদর্শক ও পরিদর্শনের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্যান্য কর্মকর্তাগণ কারখানা পরিদর্শনকালে ছাড়পত্র/নবায়নপত্র দেখতে চাইলে তা দেখাতে হবে এবং ছাড়পত্র/নবায়নপত্র কারখানার এমন স্থানে ঝুলিয়ে রাখতে হবে যাতে তা সহজে দেখা যায়।

১৫. উপরোক্ত অনুচ্ছেদসমূহে বর্ণিত শর্তের যে কোনটি লঙ্ঘন করলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গণ্য হবে এবং আপনার প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫, পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ২০২৩ এবং শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৬ অনুসারে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।